Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

21 July 2023 / 3 Muharram 1445H

পরিবর্তীত পৃথিবীকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পাড়ি দেওয়া

ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানা তাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা আল্লাহর (সুঃ) প্রতি আমাদের ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা যেন তেমন মানুষ হতে পারি যারা নিরন্তর উৎকর্ষ সাধনে ব্যপ্ত থাকে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নিম্নে উল্লেখিত হাদীসটি একবার পর্যালোচনা করি,

عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً فِي زَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ

অর্থঃ একজন জ্ঞানী মানুষ তাঁর সময় সম্পর্কে সচেতন হবেন, নিজের সকল কাজে নিষ্ঠাবান থাকবেন এবং নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন''। (ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

যদিও হাদীসটি আকারে খুব ছোট তথাপি এটি কিছু মূল্যবান শিক্ষা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে। নবী করিম (সঃ) আমাদের সময়ের যা যা উন্নয়নমূলক ঘটনা সে সম্পর্কে অবহিত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন কারণ পরিবর্তনটাই এই সময়ের একটি অনিবার্য অংশ। অতীতে যে বিষয়গুলিকে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হতো সেগুলি এখন আর তেমন প্রচলিত কোন কিছু বলে মনে হবে না।

প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রসর এর অন্যতম একটি উদাহরণ। এটা একদিকে যেমন আমাদের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করছে, তার সংগে এইসব পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে এবং এটাকে কিভাবে আমাদের জীবনে মানিয়ে নেয়া যায় সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হচ্ছে। অধিকন্তু, এইসব পরিবর্তনগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে প্রস্তুত করে তোলাটা আমাদের কর্তব্য।

যাঁরা এই সময়ের এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাঁদের মাথায় এই চিন্তাগুলি সর্বক্ষণ ঘুরপাক খায়। এই সচেতনতাই তাঁদেরকে এই সম্পর্কে আরো ভাল করে জানতে বুঝতে সাহায্য করে যাঁরা এই বিষয়ে নিজেদেরকে জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ করতে চান।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মহান আল্লাহ তাআলা সুরা মুজাদিলাহর ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

অর্থঃ "*মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে অন্যকে স্থান দেয়ার কথা তখন তোমরা অন্যকে স্থান করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দিবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন*

উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। যা কিছু তোমরা কর মহান আল্লাহতাআলা সে সম্পর্কে অবগত আছেন"।

এই আয়াতটির মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী ব্যাক্তিদেরকে যে তিনি সম্মানিত করবেন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের জীবনে জ্ঞান অর্জন অনেকটা পথ নির্দেশনার আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে। যখন এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তখন তা কেবল আমাদের নিজেদেরকেই উন্নত করে না, তা সমাজের উন্নতিতেও অবদান রাখে।

এটা আমাদের জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহতাআলা আমাদের জ্ঞান অর্জনকে শুধুমাত্র শারিয়া বা ধর্ম সম্বন্ধে সকল জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলেন নাই এখানে সবরকম জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে। আসলে, আমরা যদি আমাদের অতীতের সকল জ্ঞানী মানুষদের ইতিহাস পাঠ করি তবে দেখব, তাঁদের অনেকেই কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই দক্ষ ছিলেন তা নয়, ডাক্তারীবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত ইত্যাদি নানান বিষয়ে তাঁদের দক্ষতা ছিল।

এই আয়াতটি তাই প্রতিটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারটি কত উপকারী সেই ব্যাপারটি বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। যেহেতু বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন এবং দক্ষতা ভিন্ন রকম- একজনের জন্য যা উপকারী অন্যজনের জন্য তা না-ও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

নবী করিম (সঃ) বলেছেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

অর্থঃ *"এই জাগতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তুমিই ভাল বলতে পারবে"।*

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার,

যেহেতু বর্তমান পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে আমরা তাই কর্মক্ষেত্রে নানান উন্নতি ও পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকি। একজন বিদগ্ধ ব্যাক্তি এইসব উন্নতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তাঁদের সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য তাঁরা নিরন্তর জ্ঞান অন্বেষণে নিবিষ্ট থাকেন এবং নিজেদের দক্ষতা আরো পরিশীলিত করে যান। জ্ঞানার্জন করাটা যে একটি সারা জীবনের ব্যাপার এটার স্বীকৃতিস্বরূপ যে কোন সুযোগ সামনে আসলে তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে দেরী করেন না।

আমরা যেন তাঁদের একজন হতে পারি যাঁরা মানবতার উপকারে কাজ করে যান এবং নিরন্তর পবিত্র জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আল্লাহতা আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকেন।। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Khutbah

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُركُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.